دَابَّة

"দাব্বাতুন"

"বিচরণশীল জীব/প্রাণী"

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: **"দাব্বাতুন"** دَابَّةٌ **"বিচরণশীল জীব/প্রাণী"**

তিন অক্ষর বিশিষ্ট মূল د ب ب থেকে গঠিত ১৮টি শব্দ পবিত্র কুরআনুল করীম ১৮ টি আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। বিচরণশীল জীব/প্রাণীর মধ্যে মানুষ অন্তর্ভুক্ত। কোনো কোনো আয়াতে আলাদাভাবে মানুষকেও আল্লাহ বর্ণনা করেছেন। সব বিচরণশীল প্রানীই আল্লাহর প্রতি অনুগত ও আল্লাহকে সেজদা করে। মানুষই ব্যাতিক্রম, কিছু লোক অনুগত, কিছু লোক অনুগত নয়।

Click here http://www.morningbrightness.fi/

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা বাকারা ২:১৬৪</u>

১. মহাকাশ এবং পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে এবং সব ধরনের জীবজন্তুর বিস্তার সাধন করেছেন তার মধ্যে রয়েছে অসংখ্য প্রমাণ আর নিদর্শন চিন্তাশীল লোকদের জন্যে।

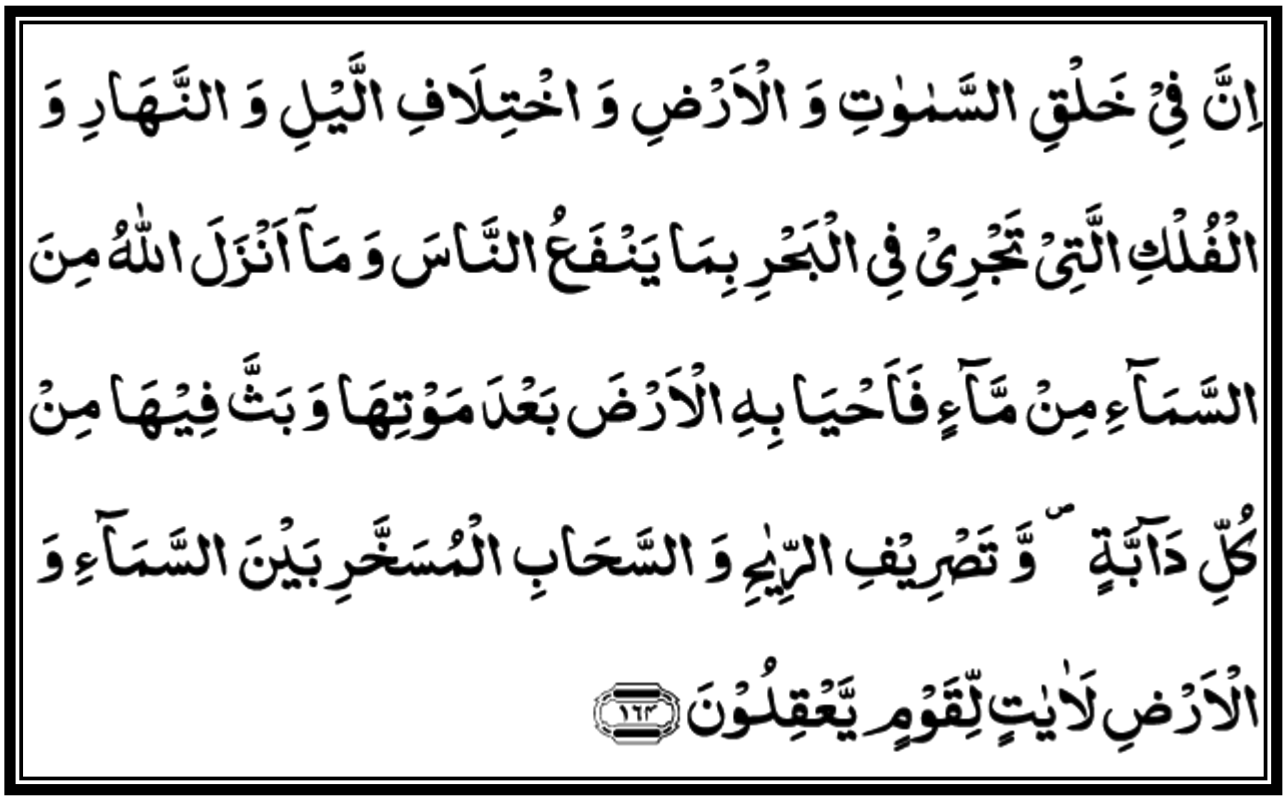
إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ
الْفُلْكِ الَّتِيْ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ
السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ بَثَّ فِيْهَا مِنْ
كُلِّ دَآبَّةٍ ۖ وَّ تَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَ السَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَ
الْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿١٦٤﴾

নিশ্চয়ই আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, রাত্রি দিবসের পরিবর্তনে, যাহা মানুষের হিত সাধন করে তাহাসহ সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহে, আল্লাহ আকাশ হইতে যে বারিবর্ষণ দ্বারা ধরিত্রীকে তাহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাহাতে এবং তাহার মধ্যে যাবতীয় জীবজন্তুর বিস্তারণে, বায়ুর দিক পরিবর্তন, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে জ্ঞানবান জাতির জন্য নিদর্শন রহিয়াছে। (সূরা বাকারা ২:১৬৪)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আনাআম ৬:৩৮

২. পৃথিবীর বুকে বিচরণশীল এমন কোনো প্রাণী নেই এবং ডানার সাহায্যে উড়ে কোন পাখি নেই, যারা তোমাদের মতোই বিভিন্ন সম্প্রদায় ছাড়া কিছু নয়।

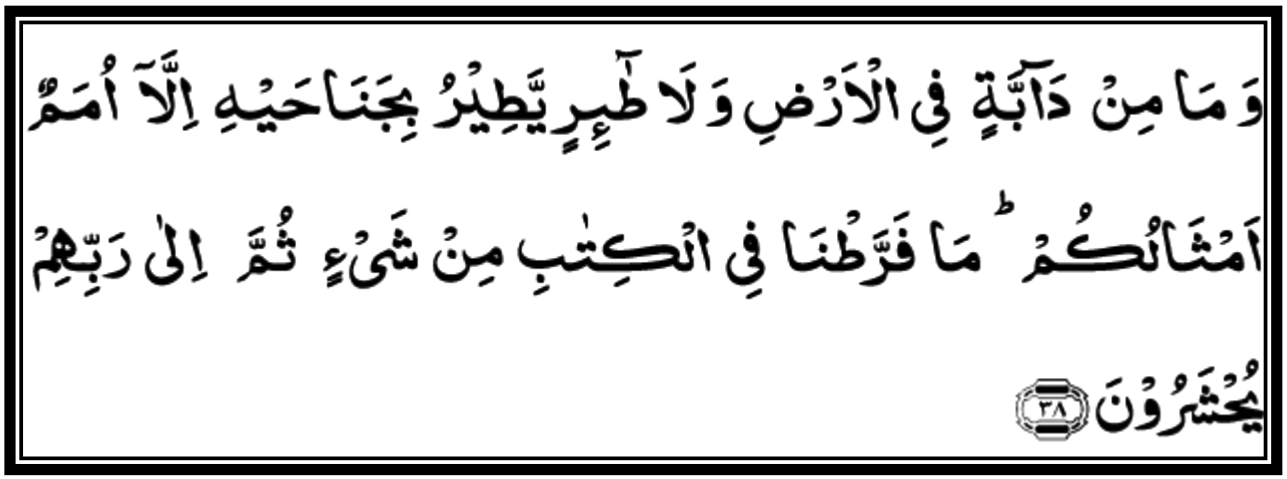
وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا طٰٓئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّآ اُمَمٌ
اَمْثَالُكُمْ ؕ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ
يُحْشَرُوْنَ ﴿٣٨﴾

ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল জীব এবং নিজ দানার সাহায্যে উড়ন্ত পাখি-তাহারা সকলে তোমাদের মতোই এক-একটি জাতি। কিতাবে কোন কিছুই আমি বাদ দেই নাই; অতঃপর স্বীয় প্রতিপালকের দিকে তাহাদেরকে একত্র করা হইবে। (সূরা আনাআম ৬:৩৮)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল আনফাল ৮:২২

৩. আল্লাহর কাছে নিকৃষ্ট জীব হলো সেই বধির ও বোবা লোকেরা যাদের কোনো আকল নেই।

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٢٢﴾

আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জীব সেই বধির ও মুক যাহারা কিছুই বোঝে না। (সূরা আল আনফাল ৮:২২)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা আল আনফাল ৮:৫৫</u>

৪. আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট জীব হলো তারা যারা কুফরী করে এবং ঈমান আনে না।

إِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٥﴾

আল্লাহর নিকট নিকৃষ্ট জীব তাহারাই যাহারা কুফরী করে এবং ঈমান আনে না। (সূরা আল আনফাল ৮:৫৫)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা হুদ ১১:৬</u>

৫. পৃথিবীর বিচরণকারী সব জীবের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর।

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَٰبٍ مُّبِينٍ ﴿٦﴾

ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহরই। তিনি উহাদের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত; সুস্পষ্ট কিতাবে সব কিছুই আছে। (সূরা হুদ ১১:৬)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা হুদ ১১:৫৬</u>

৬. এমন কোনো জীব নেই, যে তার (আল্লাহর) পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নেই।

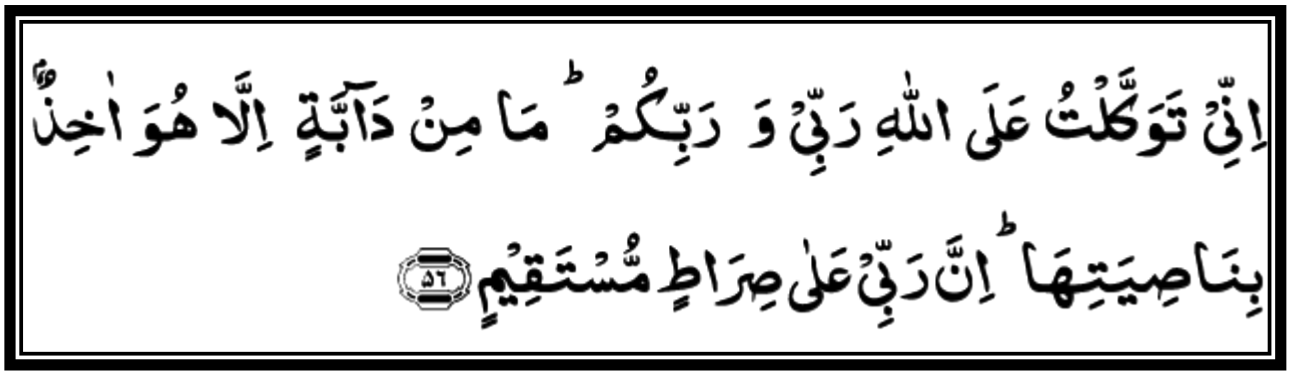
إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَ رَبِّكُمْ ۚ مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ
بِنَاصِيَتِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾

আমি নর্ভর করি আমার ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর উপর; এমন কোনো জীবজন্তু নাই, যে তাহার পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয়; নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক আছেন সরল পথে। (সূরা হুদ ১১:৫৬)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা আন নাহল ১৬:৪৯,৫০</u>

৭. মহাকাশে যা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যত জীবজন্তু আছে সবাই আল্লাহর জন্যে সিজদাবনত হয়।

وَ لِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ دَآبَّةٍ وَّ
الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٣٩﴾

আল্লাহকে সিজদা করে যাহা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে, পৃথিবীতে যত জীবজন্তু আছে সে সমস্ত এবং ফিরিশতাগণ, উহারা অহংকার করে না। (সূরা আন নাহল ১৬:৪৯)

يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٥٠﴾ السجدة ع

উহারা ভয় করে উহাদের উপর উহাদের প্রতিপালককে এবং উহাদেরকে যাহা আদেশ করা হয় উহারা তাহা করে। (সূরা আন নাহল ১৬:৫০)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আন নাহল ১৬:৬১

৮.আল্লাহ যদি মানুষকে তার যুলুমের জন্যে পাকড়াও করতেন তাহলে পৃথিবীর বুকে কোনো জীবকেই রেহাই দিতেন না।

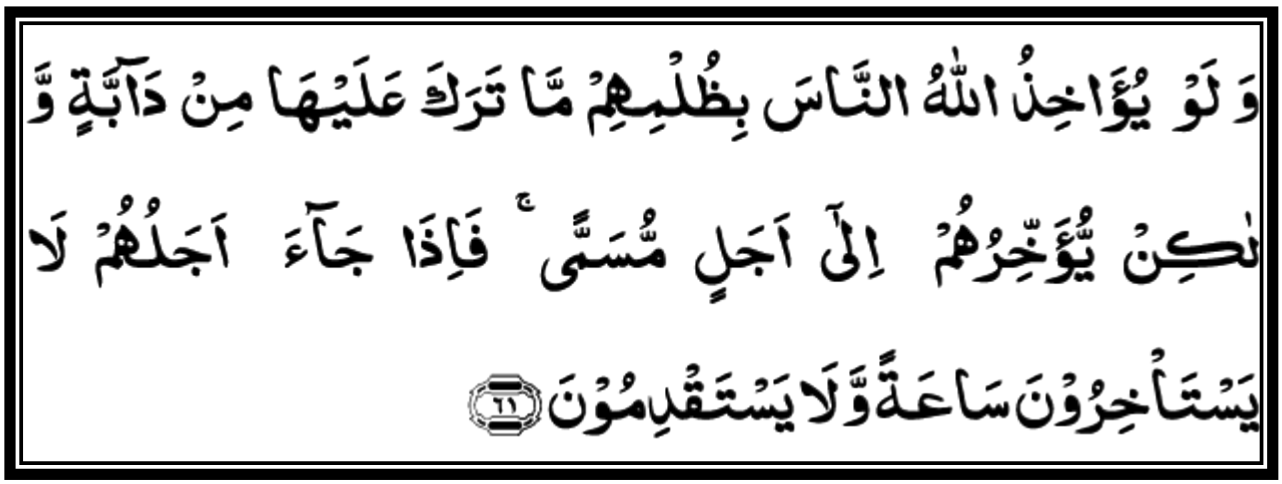
وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّ
لٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا
يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٦١﴾

আল্লাহ যদি মানুষকে তাহাদের সীমালংঘনের জন্য শাস্তি দিতেন তবে ভূপৃষ্ঠে কোনো জীব-জন্তুকে রেহাই দিতেন না; কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তাহাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। অতঃপর যখন তাহাদের সময় আসে তখন তাহারা মুহূর্তকাল বিলম্ব অথবা ত্বরা করিতে পারে না। (সূরা আন নাহল ১৬:৬১)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল হাজ্জ ২২:১৮

৯. তুমি কি দেখছোনা, আল্লাহকে সেজদা করছে সবাই, যারা মোকাশে আছে, যারা পৃথিবীতে আছে সূর্য, চাদ, নক্ষত্ররাজি, পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষলতা, জীব জানোয়ার, এ ছাড়া মানুষের মধ্যে অনেকেই। (সেজদার আয়াত)

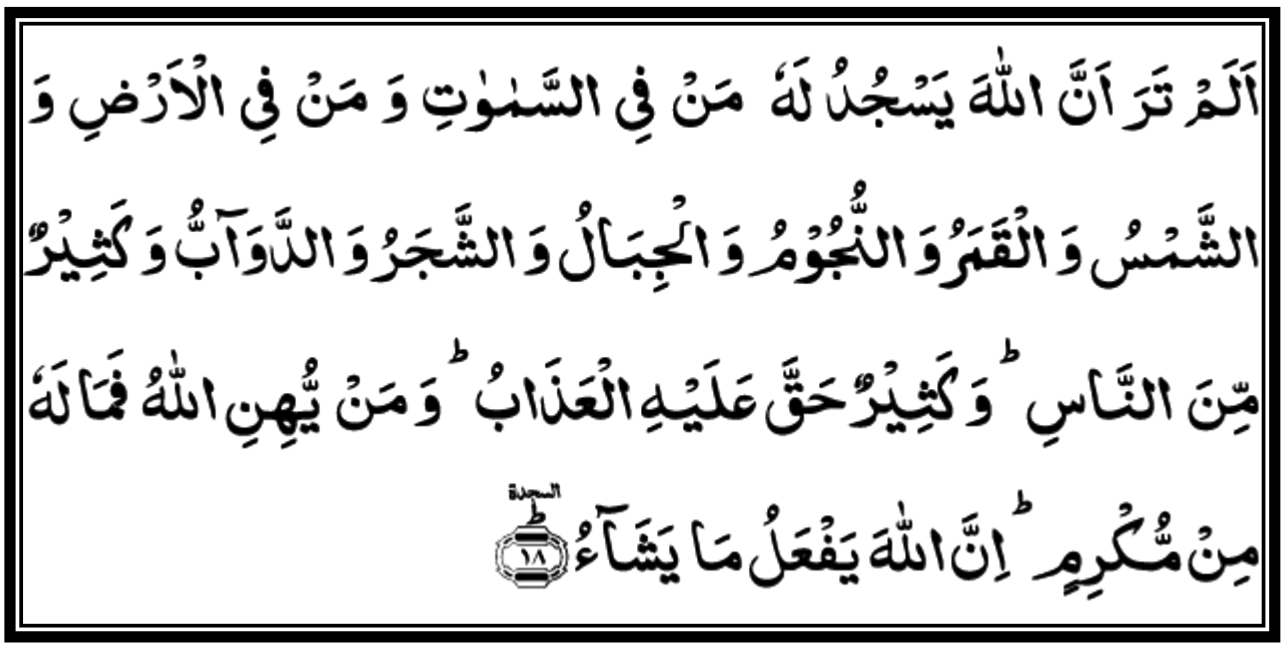
اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَنْ فِى الْاَرْضِ وَ
الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ النُّجُوْمُ وَ الْجِبَالُ وَ الشَّجَرُ وَ الدَّوَآبُّ وَ كَثِيْرٌ
مِّنَ النَّاسِ ؕ وَ كَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ؕ وَ مَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ
مِنْ مُّكْرِمٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿١٨﴾ السجدة

তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহকে সিজদা করে যাহা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে ও পৃথিবীতে সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমণ্ডলী, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং সিজদা করে মানুষের মধ্যে অনেকে? আবার অনেকের প্রতি অবধারিত হইয়াছে শাস্তি। আল্লাহ যাঁহাকে হেয় করে তাহার সম্মানদাতা কেহই নাই; আল্লাহ যাহা ইছা তাহা করেন। (সূরা আল হাজ্জ ২২:১৮)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা আন নুর ২৪:৪৫</u>

১০. আল্লাহ প্রতিটি জীবকে সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে। তাদের কিছু চলে পেটে ভর দিয়ে, কিছু চলে দুই পায়ে, কিছু চলে চার পায়ে।

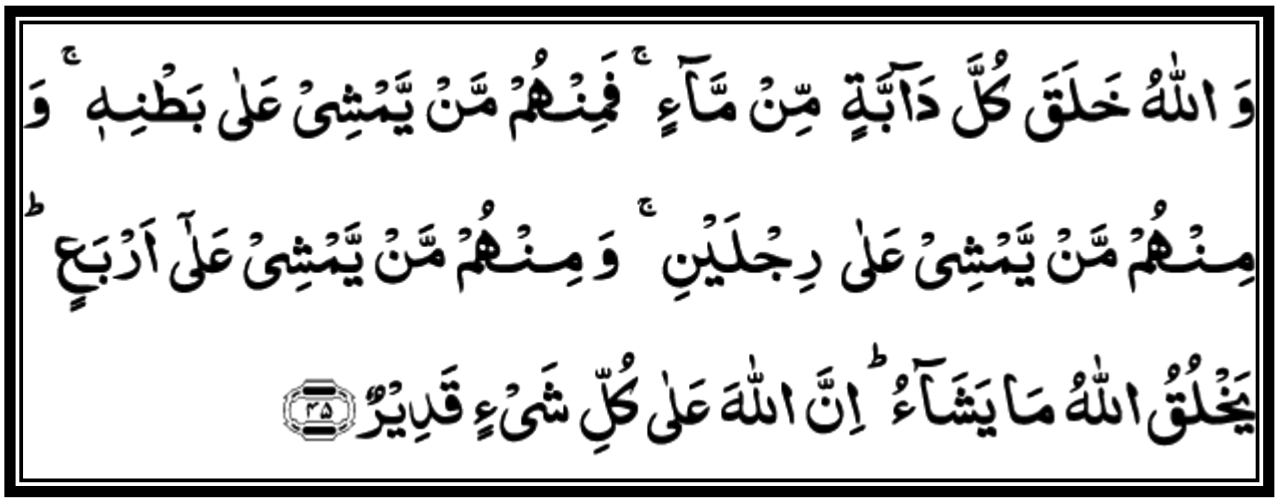
وَ اللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى بَطْنِهٖ ۚ وَ
مِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى رِجْلَيْنِ ۚ وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰٓى اَرْبَعٍ ؕ
يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٤٥﴾

আল্লাহ সমস্ত জীব সৃষ্টি করিয়াছেন পানি হইতে, উহাদের কতক পেটে ভর দিয়ে চলে, কতক দুই পায়ে চলে এবং কতক চার পায়ে, আল্লাহ যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।
(সূরা আন নুর ২৪:৪৫)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা আন নামল ২৭:৮২</u>

১১. যখন ঘোষিত শাস্তি তাদের নিকটবর্তী হবে, তখন আমরা মাটির ভেতর থেকে তাদের জন্যে বের করে আনবো একটি জীব (দাব্বাতুল আরদ), যে তাদের সাথে কথা বলবে।

وَ اِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ الْاَرْضِ
تُكَلِّمُهُمْ ۙ اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ ﴿٨٢﴾

যখন ঘোষিত শাস্তি উহাদের নিকট আসিবে তখন আমি মৃত্তিকাগর্ভ হইতে বাহির করিব এক জীব, যাহা উহাদের সঙ্গে কথা বলিবে, এই জন্য যে, মানুষ আমার নিদর্শনে অবিশ্বাসী। (সূরা আন নামল ২৭:৮২)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা আনকবুত ২৯:৬০</u>

১২. এমন অনেক জীব জানোয়ার আছে যারা নিজেদের রিজিক মজুদ করে রাখে না, আল্লাহই তাদের রিজিক দেন এবং তোমাদেরকেও।

وَكَأَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۖ اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ ۖ وَ
هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦٠﴾

এমন কত জীবজন্তু আছে যাহারা নিজেদের খাদ্য মওজুদ রাখে না। আল্লাহই রিজিক দান করেন উহাদেরকে ও তোমাদেরকে; এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (সূরা আনকবুত ২৯:৬০)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা লুকমান ৩১:১০</u>

১৩.পৃথিবীতে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন সব ধরনের জীব জানোয়ার।

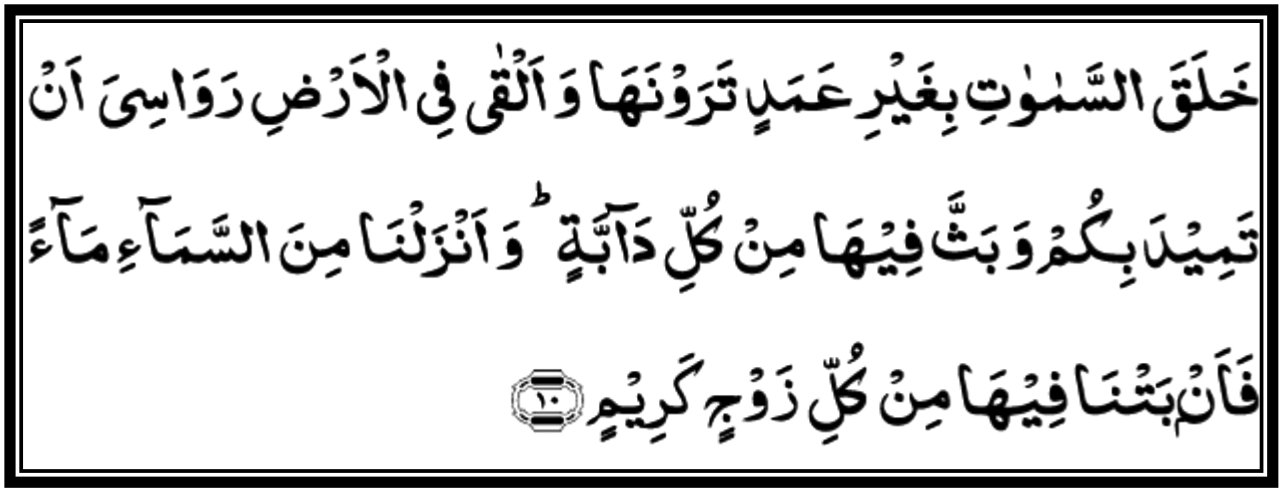
خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ
تَمِيْدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ۗ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً
فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ﴿١٠﴾

তিনি আকাশমণ্ডলী নির্মান করিয়াছেন স্তম্ভ ব্যতীত-তোমরা ইহা দেখিতেছ; তিনিই পৃথিবীতে স্থাপন করিয়াছেন পর্বতমালা যাহাতে ইহা তোমাদেরকে লইয়া ঢলিয়া না পরে এবং ইহাতে চড়াইয়া দিয়েছেন সর্বপ্রকার জীবজন্তু। এবং আমিই আকাশ হইতে বারিবর্ষণ করিয়া ইহাতে উদগত করি সর্বপ্রকার কল্যানকর উদ্ভিদ। (সূরা লুকমান ৩১:১০)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা সবা ৩৪:১৪</u>

১৪. আমরা যখন সুলাইমানের মউত ঘটালাম, তখন তার মৃত্যুর ঘটনা জানালো কেবল মাটির পোকা যারা তার লাঠি খাচ্ছিল।

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلٰى مَوْتِهٖٓ اِلَّا دَآبَّةُ الْاَرْضِ
تَاْكُلُ مِنْسَاَتَهٗ ۚ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَنْ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ
الْغَيْبَ مَا لَبِثُوْا فِى الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ؕ ﴿١٤﴾

যখন আমি সুলাইমানের মৃত্যু ঘটাইলাম তখন জিনদেরকে তাহার মৃতু বিষয় জানাইলো কেবল মাটির পোকা যাহা তাহার লাঠি খাইতেছিল। যখন সে পড়িয়া গেল তখন জিনেরা বুঝিতে পারিল যে, উহারা যদি অদৃশ্য বিষয়ে অবগত থাকিত তাহা হইলে উহার লাঞ্চনা দায়ক শাস্তিতে আবদ্ধ থাকিত না। (সূরা সবা ৩৪:১৪)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা ফাতির ৩৫:২৮</u>

১৫. এভাবে মানুষ, জীবজন্তু এবং পশুর মধ্যেও রয়েছে নানা রং, নানা বর্ণ।

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآبِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ ؕ اِنَّمَا
يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ ﴿٢٨﴾

এইভাবে রং-বেরং-এর মানুষ, জন্তু ও আনাম রহিয়াছে। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যাহারা জ্ঞানী তাঁহারাই তাহাকে ভয় করে, আল্লাহ পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। (সূরা ফাতির ৩৫:২৮)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা ফাতির ৩৫:৪৫</u>

১৬. আল্লাহ যদি মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্যে পাকড়াও করতেন, জমিনের বুকে কোনো জীব-জন্তুকে রেহাই দিতেন না।

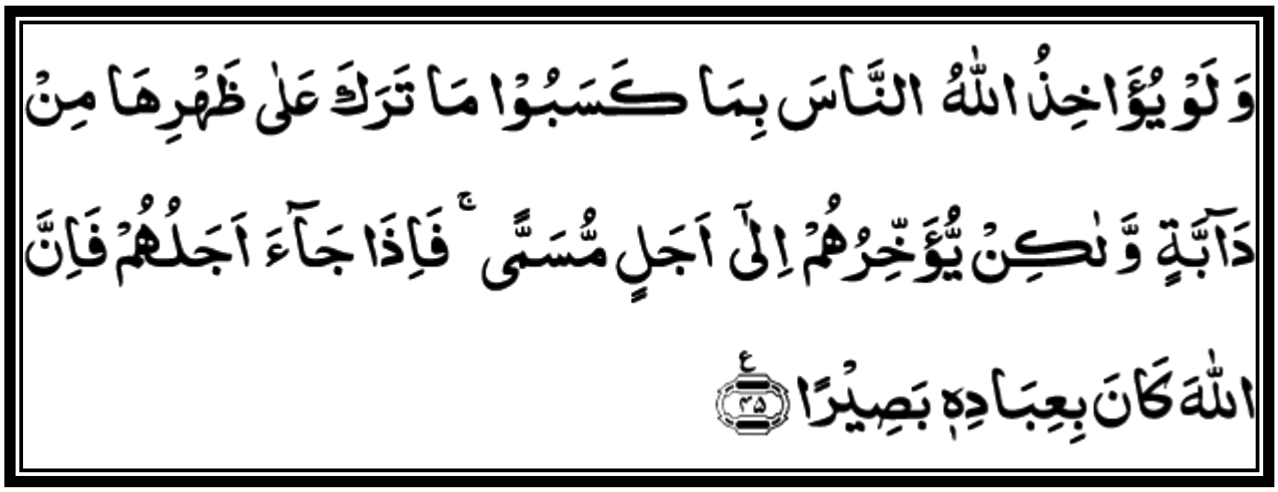
وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ
دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَاِنَّ
اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهٖ بَصِيْرًا ﴿٤٥﴾

আল্লাহ মানুষকে তাহাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূপৃষ্ঠে কোনো জীব-জন্তুকে রেহাই দিতেন না, কিন্তু এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত অবকাশ দেন, এবং যখন এক নির্দিষ্ট কাল আসিয়া গেলে আল্লাহ তো আছেন তাহার বান্দাদের সম্যক দ্রষ্টা। (সূরা ফাতির ৩৫:৪৫)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা আশ শুরা ৪২:২৯</u>

১৭. মহাবিশ্ব আর এই পৃথিবীর সৃষ্টি এবং এগুলোতে তিনি ছড়িয়ে রেখেছেন যে সব প্রাণীকূল, তাতে রয়েছে তার অন্যতম নিদর্শন।

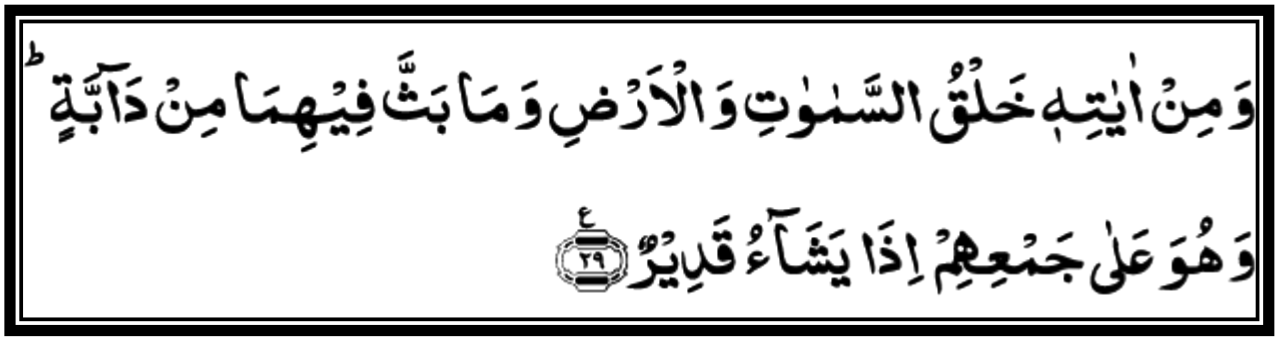
وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيْهِمَا مِنْ دَآبَّةٍ ؕ
وَهُوَ عَلٰى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَآءُ قَدِيْرٌ ﴿٢٩﴾

তাহার অন্যতম নিদর্শন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং এ দুইয়ের মধ্যে তিনি যে সকল জীবজন্তু ছড়াইয়া দিয়েছে সেগুলো। তিনি যখন ইচ্ছা তখনই উহাদেরকে সমবেত করিতে সক্ষম। (সূরা আশ শুরা ৪২:২৯)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা আল জাসিয়া ৪৫:৪</u>

১৮. তোমাদের সৃষ্টির মধ্যেও। আর জীবজন্তুর বিস্তারের মধ্যেও রয়েছে নিদর্শন সে সব লোকদের জন্যে যারা একিন রাখে।

তোমাদের সৃজনে এবং জীবজন্তুর বিস্তারে নিদর্শন রহিয়াছে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য;
(সূরা আল জাসিয়া ৪৫:৪)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা উল্লেখিত আয়াতগুলো কুরআনের ভাষায় বার বার তেলাওয়াত করুন। Directly অর্থ বুঝার চেষ্টা করুন। ধীরে ধীরে প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট করে তেলাওয়াত করুন। বাংলাতে অর্থ পড়ুন, চিন্তা করুন- মহান রাব্বুল আলামীন কি বলেছেন। আবার তেলাওয়াত করুন, অর্থ বুঝুন এবং চিন্তা করুন। সেজদার আয়াত পাঠের সময় কেঁদে কেঁদে সেজদায় লুটিয়ে পড়ুন। আল্লাহকে, মৃত্যুকে, আখেরাতকে স্মরণ করুন। তওব, ইস্তেগফার করুন। সৎপথে চলুন, সৎকাজ করুন। অন্যায় কাজ থেকে ফিরে থাকুন।

আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

Click here http://www.morningbrightness.fi/